গাংনীর ভাটপাড়ায় পানিবন্দি অর্ধশত পরিবার

মেহেরপুরের গাংনীর সাহারবাটি ইউনিয়নর ভাটপাড়া গ্রামে মাত্র একটি কালভার্ট না থাকায় প্রতিবছর বর্ষার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পানিবন্দি হয়ে পড়েন গ্রামের অর্ধশত পরিবার। বিভিন্ন সময়ে জন প্রতিনিধিসহ উপজেলা প্রশাসন একটি কালভার্টের ব্যবস্থা করে জনদুর্ভোগ দুর করবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিয়ে আসলেও আজো তা কমেনি। বরং বেড়েছে। উপজেলা প্রশাসন বলছে কাজ আমাদের না সড়ক ও জনপদের। তবে সড়ক ও জনপদ বিভঅগের সাথে যোগাযোগ করা সম্ভব হয়নি।

মেহেরপুর জেলার গাংনী উপজেলার সাহারবাটি ইউনিয়নের ভাটপাড়া গ্রামের মধ্যদিয়ে গাংনী ভায়া কাথুলী সড়ক। সড়কটি একটি গ্রামকে দ্বি-খন্ডিত করে রেখেছে। মাঝখান দিয়ে পাকা রাস্তা হওয়ায় পানি নিষ্কাশন ব্যাবস্থা নেই।

গ্রামের অর্ধেক মানুষ পানিবন্দি হয়ে পড়ে। অল্প বৃষ্টি হলেও প্রতিটি বাড়ির উঠানে হাটু পানি জমে যায়। হাটু পানিতে মানবেতর জীবন যাপন করেন প্রায় অর্ধশতপরিবারকে। অন্য কোনো জায়গা না থাকায় পানিতেই রাখাতে হয় গৃহপালিত পশুপাখি। ফলে পানিবাহিত বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হয় গৃহপালিত পশুপাখি। শিশুদের নিয়ে পড়তে হয় অন্যরকম বিড়ম্বনা ও ঝুঁকিতে। গ্রামবাসীর এই পানিবন্দি জীবন যাপন দীর্ঘদিনের। প্রতিবছর বর্ষাতে গ্রামের মানুষ উপজেলা প্রশাসনের কাছে আসলে শুধু প্রতিশ্রুতি ছাড়া পরিবর্তন হয়নি ভুক্তভোগীদের।

পানিবন্দি পরিবারের একজন আইদুল ইসলাম জানান, বাড়িতে ছোট ছোট ছেলেমেয়ে ও বৃদ্ধ মা। অল্প বৃষ্টি হলেই উঠানে জমে যায় হাটু পানি। গতবছর এ সময় বৃষ্টিতে ভেঙ্গে পড়েছিল আমাদের একমাত্র বসবাসের ঘরটি। আমরা গ্রামবাসির পক্ষ থেকে উপজেলা নির্বাহী অফিসারকে মোবাইলে বিষয়টি জানালে নির্বাাহী অফিসার ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে একটি কালভার্টের ব্যাবস্থা করে পানিবন্দী পরিবারকে রক্ষা করা হবে এমন প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। এমন কথা জানিয়ে ভাটপাড়া গ্রামের আমিনুল ইসলাম বলেন, একবছর পেরিয়ে গেলেও তার বাস্তবায়ন হয়নি,কমেনি আমাদের দুর্দশা। গ্রামবাসির দুদর্শা রয়েই গেছে। গতকালের বৃষ্টিতে আবারো পানিবন্দি হয়ে পড়েছে গ্রামের অর্ধশত পরিবার। গ্রামবাসীর

প্রাণেরদাবী একটি মাত্র কালর্ভাট স্থাপন করা হলে গ্রামের মধ্যে জমে থাকা পানি কাজলা নদীতে নিষ্কাশিত হবে। জেগে উঠবে পানিবন্দি পরিবার। পানিবন্দি জীবন থেকে রেহায় পেতে সংশ্লিষ্ট কৃর্তপক্ষের দৃষ্টি কামনা করা হয়েছে।

গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার আরএম সেলিম শাহনেওয়াজ বলেন, আমি ঘটনাস্থলে গিয়ে তাদের দুর্দশা দেখেছি। কাজটি সড়ক ও জনপদের আওতাভুক্ত । সড়ক ও জনপদের কাছে আবেদন করা হলে গ্রামবাসির দুর্ভোগ লাঘব হবে।

মেহেরপুরে ব্যবসায়ী আবুল হাশেমের উদ্যোগে ঈদ সামগ্রী বিতরণ

পবিত্র ঈদুল ফিতর উপলক্ষে অসহায় পরিবারের মাঝে ঈদ সামগ্রী বিতরণ করেছে বিশিষ্ট ব্যাবসায়ী হাজী আবুল হাশেম। সজিব এন্টারপ্রাইজ এর সহযোগিতায় বুধবার সকালে সদর উপজেলার শ্যামপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে ঈদ সামগ্রী হিসেবে খাবার, শাড়ী ও লুঙ্গি বিতরণ করা হয়।
বিশিষ্ট ব্যবসায়ী হাজী আবুল হাশেম উপস্থিত থেকে অত্র এলাকার তিন শতাধিক অসহায় মানুষের মাঝে ঈদ সামগ্রী বিতরণ করেন।
আব্দুস সামাদের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট ব্যবসায়ী হাজী আবুল হাশেম। ঈদ সামগ্রী বিতরণ অনুষ্ঠানে অন্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন আমঝুপি ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য মতিয়ার রহমান, মহিলা সদস্য ফাতিমা খাতুন। এসময় সেখানে অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সজীব এন্টারপ্রাইজের স্বত্বাধিকারী সজীব, আনারুল ইসলাম বজলুর রহমান, ইমরান হোসেন, আব্দুর রশিদ, আব্দুল মান্নান সহ গ্রামের বিভিন্ন মহলের লোকজন উপস্থিত ছিলেন।

মুজিবনগরে গুডনেইবার্স কর্তিক স্পনসরড শিশুদের মাঝে জরুরি খাদ্য সামগ্রী বিতরণ

মেহেরপুরের মুজিবনগরে গুডনেইবার্স বাংলাদেশ মেহেরপুর সিডিপি বল্লভপুর প্রজেক্ট অফিস কর্তিক স্পনসরড শিশুদের মাঝে জরুরি খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করা হয়ছে।

মঙ্গলবার সকালে গুডনেইবার্স বল্লভপুর প্রজেক্ট অফিস প্রঙ্গনে ২য় পর্যায়ে বাংলাদেশে কোভিড ১৯ করোনা ভাইরাস ছড়িয়ে পড়া ও লকডাউনের কারনে ক্ষতিগ্রন্ত ৭৭৫ জন স্পনসরড শিশুর পরিবারসমূহে সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে গুডসেইবার্স বাংলাদেশ, মেহেরপুর সিভিপি তার কর্মএলাকায় জরুরী খাদ্য ও হাইজিন উপকরণ সহায়তা প্রদান শুরু করে।

মুজিবনগর উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা আব্দুর রব প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত থেকে এ সব উপহার সামগ্রী বিতরণের উদ্ধোধন করেন।

এ সময় বাগোয়ান ইউপি চেয়ারম্যান আয়ুব হোসেন, গুডনেইবার্স মেহেরপুর সিডিপি বল্লভপুর প্রজেক্ট অফিসের ম্যানেজার লিংকন রায়, ৬ নং ওয়ার্ড সদস্য সংকর বিশ্বাস উপস্থিত ছিলেন।

শিশুর স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা অগ্রাধিকার দিয়ে ৭৭৫ জন শিশুর পরিবারকে ভাতের চাল, পোলাও চাল, সয়াবিন তৈল, মুসুর ডাল, লবন, চিনি, সেমাই, লাইফবয় সাবান, ডিটারজেন্ট পাউডার এই সব উপহার প্রদান করা হয়।

১৪ কোটি টাকার স্ট্যাম্প গায়েবের চেষ্টা, গ্যাড়াকলে নাজির রফিকুল

মেহেরপুরের ট্রেজারি অফিসার ও এনডিসি রাকিবুল ইসলামের স্বাক্ষর জাল করে পাঠানো চাহিদার ১৩ কোটি ৭৫ লাখ টাকার স্ট্যাম্প আসার দুইদিন পর সেই স্ট্যাম্প মেহেরপুরের জেলা প্রশাসক ফেরত পাঠিয়েছেন।
স্বাক্ষর জাল করার এ কাণ্ডটি ঘটিয়েছেন নেজারত শাখার প্রধান অফিস সহকারী (বড় বাবু) রফিকুল ইসলাম। এ ঘটনার পর থেকে তিনি পলাতক রয়েছেন। তাকে সাময়িক ভাবে বরখাস্ত করেছেন জেলা প্রশাসক।

প্রসঙ্গত, চাহিদা পাঠানোর মাত্র সাত দিনের মধ্যে স্ট্যাম্প চলে আসে মেহেরপুরে। কিন্তু চাহিদা পাঠানোর পর এক মাস পর্যন্ত সময় লাগে স্ট্যাম্প আসতে। ডাকবিভাগের একটি মহলের সাথে যোগসাজশে নাজির রফিকুল ইসলাম এ কাজ করেছেন বলে গুঞ্জন উঠেছে।

জানা গেছে, নেজারত ডেপুটি কালেক্টর ও ট্রেজারি অফিসার রাকিবুল ইসলামের স্বাক্ষর জাল করে নেজারত শাখার প্রধান অফিস সহকারী (বড় বাবু) রফিকুল ইসলাম বাংলাদেশ ডাক বিভাগে (বিপিও) ১৩ কোটি ৭৫ লাখ টাকার স্ট্যাম্প চাহিদা প্রেরণ করেন। সেই চাহিদার স্ট্যাম্প বৃহস্পতিবার মেহেরপুর জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে পৌঁছায়। জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের প্রধান অফিস সহকারী (নাজির) রফিকুল ইসলাম সেই স্ট্যাম্প গ্রহণ করেন।

স্ট্যাম্প সরবরাহ করতে আসা বাংলাদেশ ডাক বিভাগের সহকারী পরিদর্শক আবুল বাশার দেওয়ান জানান- স্ট্যাম্প ট্রেজারিতে সংরক্ষণ না করে বাইরে সংরক্ষণ করায় তার সন্দেহ হয়। তিনি ট্রেজারি অফিসার এনডিসি রাকিবুল ইসলামকে বিষয়টি অবহিত করলে তিনি স্ট্যাম্প এর চাহিদা প্রদান ও গ্রহণের করার বিষয়ে কিছু জানেন না বলে জানান। জেলা প্রশাসক শনিবার মধ্যরাতে স্ট্যাম্পগুলো ফেরত পাঠিয়ে দেন বাংলাদেশ ডাকবিভাগ ঢাকাতে। এ ঘটনার পর থেকে নেজারত শাখার প্রধান অফিস সহকারী (নাজির) রফিকুল ইসলাম পলাতক রয়েছেন। এদিকে এ ঘটনায় মেহেরপুর সদর থানায় জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে থেকে একটি সাধারণ ডায়েরি করা হয়েছে।

মেহেরপুরের ট্রেজারি অফিসার ও এনডিসি রাকিবুল ইসলাম বলেন, চাহিদা পাঠানোর মাত্র সাত দিনের মধ্যে স্ট্যাম্পগুলো চলে এসেছে। যেটা কখনোই এক মাসের আগে সম্ভব নয়। আশে পাশের জেলা গুলোর চাহিদা একত্রিত করার পর তবেই ডাক বিভাগের গাড়ি আসে। এছাড়া জেলা প্রশাসকের ট্রেজারি শাখা থেকে যে চাহিদাপত্র পাঠানো হয় তার থেকে কম দেয়। কিন্তু এক্ষেত্রে চাহিদা শতভাগ পাঠিয়েছে তারা। কয়েকবার সরকারি ফোনের মাধ্যমে যোগাযোগ করার পর তবেই স্টাম্প আসে। এক্ষেত্রে কোনটিই করা হয়নি। বিষয়টি জেলা প্রশাসক স্যার জানতে পেরে স্ট্যাম্পগুলো ফেরত পাঠিয়েছেন।
মেহেরপুর সদর থানার ওসি শাহ দারা খান বলেন, স্বাক্ষর জাল করে স্ট্যাম্প আনার ঘটনায় থানায় একটি জিডি হয়েছে।

এ ব্যাপারে অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট হাফিজ আল আসাদের সাথে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন, এ বিষয়ে ডিসি স্যার জানেন।

জেলা প্রশাসক ড. মোহাম্মদ মুনসুর আলম খান বলেন, ট্রেজারি অফিসার ও এনডিসির স্বাক্ষর জাল করে নেজারত শাখার প্রধান অফিস সহকারী রফিকুল ইসলাম ১৩ কোটি ৭৫ লাখ টাকার স্ট্যাম্পের চাহিদা পাঠানোর বিষয়টি জানতে পারার পর তাকে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছে। তিনি আরো বলেন, স্ট্যাম্প ডাক বিভাগের সম্পদ। আমরা যেহেতু চাহিদা পাঠায়নি সেহেতু তারা আইনগত ব্যবস্থা নেবে।

প্রসঙ্গত, নাজির রফিকুল ইসলাম কে নিয়ে স্ট্যাম্প জালিয়াতির আলোচনা-সমালোচনা অনেক আগে থেকেই শোনা যায়। তবে এ ঘটনায় বিষয়টি পরিস্কার হয়েছে। আর এই স্ট্যাম্প জালিয়াতি করেই জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের একজন নাজির হয়েছে কোটি কোটি টাকা সম্পদের মালিক। পরিবারের বিভিন্ন সদস্যদের নামে বেনামে রয়েছে সম্পদ । ইটভাটা, বেসরকারি ব্যাংকের এজেন্ট, ডেইরি ফার্ম, সিড কোম্পানী, ট্রাকসহ রয়েছে শত শত বিঘা জমি। এলাকায় দান খয়রাত করার প্রবণতাও তার মধ্যে রয়েছে। যে কারণে এলাকার মসজিদ, ঈদগাহ কমিটিতে গ্রামবাসী তাকে সভাপতি বানিয়েছেন।

একই দিনে বাবা ও চাচাকে হারালেন সাংবাদিক অল্ডাম

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলা প্রেসক্লাবের সভাপতি ও দৈনিক ইত্তেফাক পত্রিকার সংবাদদাতা আমিরুল ইসলাম অল্ডামের বাবা হাজী মহাম্মদ ফয়েজ উদ্দীন শেখ ইন্তেকাল করেছেন (ইন্না-রাজিউন)।

রবিবার দিবাগত রাত পৌনে ১০টার সময় বার্ধক্যজনিত কারণে নিজ বাসভবনে হাজী মহাম্মদ ফয়েজ উদ্দীন শেখ শেষ নি:শ্বাস ত্যাগ করেন। তিনি স্ত্রী,সন্তানসহ অসংখ্য গুনগ্রাহী রেখে গেছেন।
মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৯৬ বছর। হাজী মহাম্মদ ফয়েজ উদ্দীন মেহেরপুরের গাংনী পৌর এলাকার চৌগাছা গ্রামের বাসিন্দা। হাজী ফয়েজ উদ্দীন শেখের জানাজা নামাজ আজ সোমবার সকালে অনুষ্ঠিত হবে।

এদিকে, গতকাল রবিবার ভোরে সাংবাদিক অল্ডামের চাচা হাফিজ উদ্দিন শেখ ইন্তেকাল করেন। দুপুরে মরহমের জানাযা ও দাফন সম্পন্ন হয়। সাংবাদিক আমিরুল ইসলাম অল্ডামের বাবা ও চাচার মৃত্যুতে শোক ও সমবেদনা প্রকাশ করেছেন মেহেরপুর প্রতিদিন পরিবার, মেহেরপুর জেলা প্রেস ক্লাবসহ জেলায় কর্মরত সাংবাদিকসহ বিভিন্ন শ্রেণী-পেশার মানুষ।

গাংনীর কাজিপুর থেকে গাঁজাসহ মাদক ব্যবসায়ী আটক

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার কাজিপুর খন্দকারপাড়ায় অভিযান চালিয়ে ৫০০গ্রাম গাঁজাসহ শিপন আলী (৩৫) নামের এক মাদক ব্যবসায়ীকে আটক করেছে জেলা গোয়েন্দা পুলিশ।
গতকাল শনিবার রাতে ডিবির এস আই আহসান হাবিব ও এএসআই হেলাল উদ্দীনের নেতৃত্বে একটি দল অভিযান পরিচালনা করেন।
আটক শিপন আলী কাজিপুর খন্দকারপাড়ার ওছিম উদ্দীনের ছেলে। তার বিরুদ্ধে গাংনী থানায় নিয়মিত মামলা রুজু করা হয়েছে।

মিশ্র ফলের বাগানে সফল মেহেরপুরের জুবায়ের হোসেন

মেহেরপুর সদর উপজেলার রামদাসপুরে মিশ্র ফলের বাগান করে ব্যাপক সফলতা পেয়েছেন জুবায়ের হোসেন। নিজের বসত বাড়ির পাশে ২ বিঘা জমিতে গড়ে তোলা হয়েছে বাগানটি।

ইতোমধ্যে তার দেখাদেখি এলাকার এখন অনেক শিক্ষিত বেকার যুবক ফল চাষে উদ্বুদ্ধ হচ্ছেন বলে জানিয়েছেন এলাকাবাসী।

বর্তমানে তার বাগানে মাল্টা, চায়না কমলা, কয়েক জাতের আপেল, আনার, বারোমাসী সজিনা, সৌদি খেজুর রয়েছে। অন্যান্যদের সহযোগীতায় ফল চাষে নতুনত্ব আনার চেষ্টা করেছেন প্রতিনিয়ত।

তরুণ উদ্যোক্তা মেহেরপুর সদর উপজেলার কুতুবপুর ইউনিয়নের রামদাসপুর গ্রামের রেজাউল হকের ছেলে জুবায়ের হোসেন শখের বসে গত এক বছর আগে ২ বিঘা জায়গা নিয়ে বাগান শুরু করেন। এই বছরে কিছু কিছু গাছে ফল আসায় তরুণ জুবায়ের হোসেন সহ এলাকাবাসী খুব খুশি। তবে সামনে বছর থেকে ফল বাজারে উঠবে বলে আশা রাখছে এই তরুণ উদ্যোক্তা।

আপেল, চায়না কমলা, মাল্টার মিশ্র চাষ দেখতে মেহেরপুরসহ বিভিন্ন এলাকার মানুষ বাগানে ভীড় জমাচ্ছে। আপেল, চায়না কমলা এবং মাল্টা চাষ সম্পর্কে পরামর্শ নিচ্ছে বিভিন্ন এলাকার যুবকরা। অনেকেই চারা কিনতে দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ফোনে যোগাযোগও করছেন।

তরুণ উদ্যোক্তা জুবায়ের হোসেন বলেন, আমি বাগানটা শখের বসে তৈরি করি। প্রথমে মালটা, চায়না কমলা, দার্জিলিং কমলা, সীডলেস লেবু লাগানোর পর বাগানটাকে নতুনত্ব দেওয়ার জন্য আপেল নিয়ে কাজ শুরু করি। আমার বাগানের বয়স যখন এক বছর তখন হিসাব করে দেখলাম যে সফলতার দিকে হাঁটছি। আমি আবার কিছু নতুন প্রজাতির চারা সংগ্রহ করি।

আমার বিশ্বাস আপেলের উপর উপযুক্ত প্রশিক্ষণ পেলে আমাদের চাষী

ভাইয়েরা বাণিজ্যিকভাবে চাষ করতে সক্ষম হবে। আমার এখানে পাঁচ থেকে ছয় রকমের আপেলের চারা আছে আর এগুলোর সবই বাংলাদেশের আবহাওয়া উপযোগী।

আমার বাগানে আপেলের গাছ আছে ২০টা, মাল্টার গাছ আছে ৭০টা, চায়না কমলার গাছ আছে ৭০ টা, দার্জিলিং কমলা ৭০টা সীডলেস লেবু ৫০টা। আমার এখানে বিক্রয় উপযোগী ৩ হাজার মালটা এবং ২৫০০ মতো আপেলের চারা আছে। ইতিমধ্যে আমি বিভিন্ন জায়গা থেকে সাড়া পাচ্ছি। অনেকেই চারা কিনতে যোগাযোগ ও আগ্রহ প্রকাশ করেছেন।

গাংনীর সাহারবাটিতে বোমা হামালার ঘটনায় আরো এক আসামী গ্রেফতার

গাংনীর সাহারবাটিতে বোমা হামলার ঘটনায় জাকির হোসেন জেকু নামের আরো একজন আসামীকে গ্রেফতার করেছে গাংনী থানা পুলিশ।

শনিবার সকালে গাংনী থানা পুলিশের একটি টিম সাহারবাটি গ্রামে অভিযান চালিয়ে নিজ বাড়ি থেকে তাকে গ্রেফতার করে। জাকির হোসেন জেকু সাহারবাটি গ্রামের মৃত তুয়াজউদ্দিনের ছেলে।

তিনি বোমা হামলা মামলার পলাতক আসামী। এ পর্যন্ত উভয় পক্ষের তিনজন আসামীকে গ্রেফতার করতে সক্ষম হয়েছে পুলিশ।

গাংনী থানার ওসি বজলুর রহমান জানান, সাহারবাটি গ্রামে প্রকাশ্যে বোমা হামলার ঘটনায় আওয়ামী লীগের দুপক্ষের দুটি মামলা হয়েছে।

মামলা দুটিতে আসামী করা হয়েছে ৫৭ জনকে। এদের মধ্যে দু’পক্ষের তিনজন আসামী গ্রেফতার হয়েছে। বাকি আসামীদের গ্রেফতারের চেষ্টা চলছে।

মেহেরপুর রাধাকান্তপুর বাজারে অগ্নিকাণ্ড দুই লক্ষ টাকার ক্ষয়ক্ষতি

মেহেরপুর সদর উপজেলার রাধাকান্তপুর গ্রামে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। এ ঘটনায় ক্ষয়ক্ষতি হলেও হতাহতের কোন ঘটনা ঘটেনি।

বৃহস্পতিবার মধ্যরাতে রাধাকান্তপুর বাজার সংলগ্ন মতিনুর এর হোটেল থেকে আগুনের সূত্রপাত ঘটে। এসময় কারিজুলের চায়ের দোকান ও মতিরুলের সাইকেল মেরামতের দোকানে আগুন ছড়িয়ে পড়ে। আগুন লাগার সঙ্গে সঙ্গে স্থানীয়ভাবে আগুন নিয়ন্ত্রণের কাজ শুরু হয়। সংবাদ পেয়ে মেহেরপুর ফায়ার সার্ভিসের একটি দল ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে।

হোটেল মালিক মতিনুর জানান, গতকাল শুক্রবার রাত ১১ টার দিকে দোকান বন্ধ করে বাড়িতে চলে যায়। কিছুক্ষণ পর আমার কাছে ফোন আসে দোকানে আগুন লেগেছে। সংবাদ পেয়ে দোকানে পৌঁছে দেখি ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা আগুন নিয়ন্ত্রণে এনেছে। কিন্তু ততক্ষণে আমার দোকান পুড়ে শেষ হয়ে গেছে।

অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় প্রায় দুই লক্ষ টাকার ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে বলে জানান ভুক্তভোগীরা।

মেহেরপুরের বারাদীতে এসপিসির ইফতার মাহফিল

মেহেরপুর সদর উপজেলার বারাদীতে এসপিসি ওয়ার্ল্ড এক্সপ্রেস লিমিটেডের পক্ষ থেকে ইফতার ও দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয়েছে।

শুক্রবার বাদ আসর এসপিসি ওয়ার্ল্ড এক্সপ্রেস লিমিটেডের বারাদি অফিস প্রধান ফোর স্টার সায়েম ইসলামের ব্যক্তিগত উদ্যোগে এই ইফতার ও দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয়। এসপিসি ওয়ার্ল্ড এক্সপ্রেস লিমিটেম এর বারাদী শাখা অফিসে দোয়া মাহফিল শেষে মোমিনপুর গ্রামের আট”শ পরিবারের মাঝে ইফতার বিতরণ করা হয়।

ফোর স্টার হোল্ডার সাইম বলেন- গ্রামের মানুষের জন্য ভাল কিছু করার ইচ্ছা পোষণ করি, তারই ধারাবাহিকতায় এবারের রমজানে গ্রামের আট’শ পরিবারের সাথে ইফতারের আনন্দ ভাগাভাগি করতেই আজকের এই আয়োজন। ভবিষ্যতে সমাজের অসহায় মানুষের জন্য ভাল কিছু করতে চাই।

গ্রামব্যাপী ইফতার বিতরণে সহযোগিতা করেন মেহেরপুর প্রতিদিনের বারাদী প্রতিনিধি নাহিদ হাসান, আকাশ, জাহিদ, সালাউদ্দিন, আদম, সাঈদ, বাবু, বাপ্পি, হুসাইনসহ আরো অনেকে।